যুগান্তর

তারিখ ... 4 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 6

শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক বন্ধ সম্ভব নয় : বিটিআরসি

বিশেষ সংবাদদাতা

কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক বন্ধ করা সম্ভব নয়। মধ্যরাত থেকে ৬ ঘণ্টা ফেসবুক বন্ধ করার বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিটিআরসি এ উত্তর জানিয়ে দেয়।

শিক্ষার্থীদের 'মঙ্গলের জন্য' মধ্যরাত থেকে ৬ ঘণ্টা ফেসবুক বন্ধ করার বিষয়ে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিটিআরসি) মত চেয়ে চিঠি পাঠানোর খবর সোমবার সকালে প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তা নিয়ে দিনভর তুমুল আলোচনা চলে। রাতে ফেসবুক বন্ধ থাকছে বলে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে দুপুরে টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক বন্ধ সম্ভব নয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানানো হয়, এ নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পরে রাতে বিটিআরসি সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে টেলিযোগযোগ সচিব বরাবর চিঠি পাঠানোর খবরটি প্রকাশ পায়, যাতে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয় বলে জানানো হয়েছে। বিটিআরসির সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, 'কারিগরি দিক থেকে শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফেসবুক বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বয়স নিশ্চিত করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেই।' ইন্টারনেট গেটওয়ে থেকে ফেসবুক বন্ধ করা হলেও প্রক্সি সার্ভার দিয়ে তা চালানোর সুযোগ থাকায় উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ার বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করেছে বিটিআরসি। তারা আরও বলেছে, ফেসবুক বন্ধ করা হলেও ইন্টারনেটে অন্য যোগাযোগ মাধ্যমেও একই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় যোগাযোগের জন্য রাতের সময়টি সুবিধাজনক বলে সেই সুযোগ বন্ধ না করার পক্ষে অবস্থান তুলে ধরেছে বিটিআরসি।

ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকের ওপর কড়াকড়ি আরোপের প্রস্তাবটি আসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে। পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে এবং জঙ্গি তৎপরতায় ফেসবুকের ব্যবহার আলোচনায় উঠে আসার প্রেক্ষাপটে গত বছর জেলা প্রশাসক সম্মেলনে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি এসেছিল। উগ্রপন্থী বিভিন্ন সংগঠনও গত কয়েক বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ, তাদের বিভ্রান্ত মতবাদ প্রচার ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের কাজটি চালিয়ে আসছে। এটি দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এছাড়া রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিকৃত ছবিও ফেসবুকে পোস্ট করে দিচ্ছে। অনেকে মিথ্যা আইডি বানিয়ে প্রতারণাসহ বিভিন্ন মানুষকে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। অনেকে ফেসবুকের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করছে। কুপিয়ে হত্যা ও হামলার কয়েকটি ঘটনার পর জঙ্গিদের যোগাযোগের পথ বন্ধ করার কারণ দেখিয়ে ২০১৫ সালের ১৮ নভেম্বর থেকে ২২ দিন বাংলাদেশে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের বেশ কয়েকটি অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ রেখেছিল সরকার। জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ২৭ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ফেসবুক রাতে ৬ ঘণ্টা বন্ধ রাখা সম্ভব কিনা তা জানতে টেলিযোগাযোগ বিভাগকে চিঠি পাঠায়। টেলিযোগাযোগ বিভাগ তখন মতামত জানার জন্য চিঠি পাঠায় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটিকে। কী কারণে এ মতামত চাওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যায় টেলিযোগাযোগ সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার তাদের কাছে পাঠানো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চিঠি উদ্ধৃত করে সাংবাদিকদের বলেন, চিঠিতে বলেছে, ফেসবুক আসক্তির কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে, তরুণদের কর্মক্ষমতায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিটিআরসির মতামতের ভিত্তিতেই ফেসবুক বন্ধ রাখা কিংবা না রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে সচিব জানিয়েছিলেন। ফেসবুকের বিরামহীন ব্যবহারের নেতিবাচক দিকটি স্বীকার করেই বিটিআরসি তাদের মতামত দিয়েছে, 'বাংলাদেশে ফেসবুক শুধু একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে না, সাধারণ জনগণ বিশেষ করে নারীরা অনলাইনে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করছেন।'

সুশৃঙ্খলভাবে ফেসবুক ব্যবহারে পাঁচটি ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ

তরুণ-তরুণীদের সুশৃঙ্খলভাবে ফেসবুক ব্যবহার নিশ্চিতে পাঁচটি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে মত জানিয়েছে বিটিআরসি— ফেসবুকসহ মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অভিভাবক কর্তৃক পেরেন্টাল কন্ট্রোলসহ বিভিন্ন সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি ফিচার ব্যবহার করা যেতে পারে। ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবক কর্তৃক অল্প বয়সীদের জন্য বয়সভিত্তিক আলাদা অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। ফেসবুকসহ ইন্টারনেট অপব্যবহার রোধ করে সুষ্ঠু ও ইতিবাচক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং প্রচার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। ফেসবুক মোবাইল ও ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের নিবিড় প্রেষণা অপরিহার্য। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।